



"আপনিই আপনার সন্তানকে সবচেয়ে ভালো জানেন" - যে শিক্ষাটি আমি পেয়েছি কষ্টকর উপায়ে

আমি "সেই মা" হতে চাইনি। যেই মা সারাক্ষণ চাপের মধ্যে রাখে। যেই মা পেশাদারদের প্রশ্ন করে। যেই মা "ও ভালোই আছে" এই কথাটিকে সম্পূর্ণ উত্তর হিসেবে গ্রহণ করে না। কিন্তু যখন নিজের সন্তানের বিষয়ে কথা চলে আসে, তখন আপনি এমন একজন হয়ে উঠেন যা আপনি কখনো কল্পনাও করেননি— কারণ আপনাকে "তা হতেই হবে"।

আমার ছেলের জন্ম ২৮ সপ্তাহে। একদম ছোট্ট, দুর্বল—তবুও যেন এক যোদ্ধা। আমরা NICU-তে মাসের পর মাস কাটিয়েছি। যেখানে আমরা মনিটরের দিকে তাকিয়েছি তার চোখের চেয়ে বেশি। তাই, অবশেষে যখন আমরা তাকে বাড়িতে নিয়ে আসি, তখন আমরা প্রতিটি মাইলফলককে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছিলাম যেন এটি ছিল একটি অলৌকিক ঘটনা। আর সেগুলো ছিল— "তার" অলৌকিক ঘটনা।

কিন্তু আমার মনে সবসময় একটা অস্বস্তি কাজ করত যেন সবকিছু ঠিকঠাক চলেছে না। মাস যত গড়িয়ে যাচ্ছিল, আমি তাঁর মধ্যে বিলম্ব লক্ষ্য করতে লাগলাম— সে অন্য বাচ্চাদের মতো বকবক করছিল না, তার সমবয়সীরা যখন হামাগুড়ি দিচ্ছিল তখন সে একা বসতে পারতো না, এবং চোখে চোখ রেখে তাকানোটা ছিল খুবই ক্ষণিক। প্রতিটা সতর্ক সংকেতের জবাবে সবাই একই কথা বলত: "২৮ সপ্তাহে জন্ম হয়েছে, তবুও ওর অবস্থা অনেক ভালো"

প্রথমে, আমি এটা মনে নিয়েছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই, সে একটু পিছিয়ে থাকবে। নিজেকে বলতাম, ধৈর্য ধরো, তুলনা করো না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি বাড়তেই থাকল।

আমি নোট রাখতে শুরু করেছিলাম—ভিডিও, ছবি, টাইমলাইন। এসব নিয়ে গেলাম নিয়মিত শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে। আমি শুরুতে দ্বিধার সাথে আমার উদ্বেগ প্রকাশ করতাম, কিন্তু পরে প্রতিবারই একটু জোরে।

একাধিকবার আমাকে উপেক্ষা করা হয়েছিল।

"ও ঠিক হয়ে যাবে।"

"ছেলেরা একটু ধীরে এগোয়।"

"আপনি এটা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করছেন।"

"কিছু মা শুধু সহায়তা তহবিল পাওয়ার জন্য রোগ নির্ণয় চান।"

শেষ কথাটা খুব কষ্ট দিয়েছিল।

আমি কোনো অর্থ সাহায্য চাইনি—আমি চাইছিলাম "উত্তর"। আমি খুঁজছিলাম দিকনির্দেশনা। কেউ যেন বলে, "হ্যাঁ, আপনি যা দেখছেন আমি তাই দেখতে পাচ্ছি। আসুন আর একটু খতিয়ে দেখি।" কিন্তু সেই কথাগুলো কেউ বলল না। অন্তত প্রথমে তো নয়ই।

শেষমেশ, আমি ভেঙে পড়লাম।। আমি দ্বিতীয় মতামত খোঁজা শুরু করলাম। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা বিকাশ সংক্রান্ত গবেষণা পড়েছি, চোখ ঝাপসা হয়ে যেত, তবুও থামিনি। আমি ডাক্তারদের বিশ্বাস করি না বলে নয়—বরং তারা "আমাকে" বিশ্বাস করে বলে মনে হচ্ছিল না।

অবশেষে, প্রায় দুই বছর ধরে লড়াই করার পর আর ওর প্রথম মৃগী রোগের খিঁচুনি দেখা দেওয়ার পর আমরা পেলাম প্রথম ডায়াগনোসিস: গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টাল ডিলে, সেরিब্রাল পালসি এবং মৃগীরোগ। সব প্রশ্নের উত্তর এটা দেয়নি, তবে একটা কাঠামো তৈরি করে দিল। আর এর সাথে সাথেই এলো প্রাথমিক হস্তক্ষেপ, থেরাপি, আর সেই সহায়তা, যার জন্য আমি এতদিন ধরে কাকুতি-মিনতি করছিলাম।

আমার মনে আছে আমাদের ছেলের নতুন শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে প্রথম দিন আমি কেঁদেছিলাম — রোগ নির্ণয়ের কারণে নয়, বরং এজন্য যে কেউ তাকে অবশেষে "দেখেছে"। তিনি "আমাদের" দেখেছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন যে এখন আমি একজন মা হয়ে আমার ছেলের যত্ন নিতে পারব, আর চিকিৎসা সংক্রান্ত সবকিছু তিনিই সম্বয় করবেন।

এখন, অনেক বছর পর, আমাদের ছেলে তার নিজস্ব সুন্দর, অনন্য পথে এগিয়ে চলেছে। চ্যালেঞ্জ এখনও আছে, তবুও সে এমন অগ্রগতি করেছে যা কেউ আশাও করেনি। আর এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে, আমি একটি জিনিস সবচেয়ে বেশি শিখেছি:

"আপনিই আপনার সন্তানকে সবচেয়ে ভালো জানেন"

এই কথাটা আগে শুনলে মনে হতো, যেন হাওয়ায় ভেসে যাওয়া একটা বাক্য। কিন্তু এখন, আমি এটাকে ঢাল হিসেবে ধরে রাখি। আপনার সন্তানের সাথে আপনার চেয়ে কেউ বেশি সময় কাটায় না। আপনি দিনের পর দিন যা দেখেন তা কেউ দেখে না। আপনার অনুভূতিগুলি "বাস্তব" এবং "মূল্যবান"।

আপনি যদি এমন একজন অভিভাবক হন যিনি এটি পড়ছেন এবং মনে করেন যে তারা শুধু শূন্যে চিৎকার করছেন, তাহলে আমাকে সেই কণ্ঠস্বর হতে দিন যা প্রতিধ্বনিত হয়: "এগিয়ে যাও।" নিজের উপর আস্থা রাখুন। প্রশ্ন করতে ভয় পাবেন না। চাপ দিতে ভয় পাবেন না। আপনি কঠিন নন—আপনি "নিবেদিতপ্রাণ"।

এবং যারা পেশাদার তাদের বলছি: অনুগ্রহ করে শুনুন। দয়া করে মা, বাবা এবং পরিচর্যাকারীদের বিশ্বাস করুন যারা আপনার কাছে উন্মাদনা নিয়ে নয়, বরং হৃদয় দিয়ে আসে। আমরা কোনও লেবেল বা পুস্তিকা চাই না। আমরা আমাদের বাচ্চাদের জীবনের সর্বোত্তম সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছি যেটা তাদের প্রাপ্য।

আমার কণ্ঠস্বরে আস্থা ফিরে পেতে আমার অনেক সময় লেগেছে। আমি যদি আরও আগে এটা করতাম। কিন্তু এখন আমি কথা বলছি—শুধু আমার ছেলের জন্য নয়, বরং প্রতিটি বাবা-মায়ের জন্য যারা এখনও কাউকে খুঁজছেন যিনি তাদের কথা শুনবেন।

আর আপনাকে বলছি, যিনি এটি পড়ছেন বুকের ভেতর চিন্তা নিয়ে, আর মনে হাজারটা প্রশ্ন নিয়ে:

আপনি এটি কল্পনা করছেন না।

আপনি একা নন।

আপনার সন্তানকে আপনিই সবচেয়ে ভালো জানেন।

এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রাখুন। এটা যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ক্লেয়ারের লেখা, একজন মা যিনি চুপ থাকতে অস্বীকার করেছিলেন